যায়যায়দিন

তারিখ 29 NOV 2007
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ৬

বাড়তি ফি আদায়ের খাত অন্যান্য ও বিবিধ

কিশোরগঞ্জ প্রতিনিধি

'অন্যান্য' বা 'বিবিধ' খাত দেখিয়ে কিশোরগঞ্জের বিভিন্ন স্কুলে কর্তৃপক্ষ ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে অতিরিক্ত টাকা নিচ্ছে। মনিটরিংয়ের দুর্বলতার সুযোগে অভিভাবকদের কাছ থেকে অন্যায়ভাবে অতিরিক্ত ফি বা চাদা নিতে পারছে স্কুলগুলো। কিশোরগঞ্জ সদরের মাধ্যমিক শিক্ষাসেবা বিষয়ক গবেষণা জরিপের ফলাফল প্রকাশ উপলক্ষে বুধবার সকালে কিশোরগঞ্জ প্রেস ক্লাবে আয়োজিত এক মতবিনিময় সভায় এ তথ্য প্রকাশ করা হয়। ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের (টিআইবি) সহযোগিতায় সচেতন নাগরিক কমিটি (সনাক) মতবিনিময় সভায় এ তথ্য প্রকাশ করে।

টিআইবি জরিপ রিপোর্ট

জরিপ রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়, ২০০৫ সালের এসএসসি পরীক্ষার ফরম পূরণের সময় পরীক্ষার্থীদের গড়ে ১ হাজার ২৫৮ টাকা দিতে হয়েছে। বিজ্ঞান, মানবিক ও বাণিজ্য বিভাগের পরীক্ষার্থীদের যথাক্রমে ৭০১, ৬৩১ ও ৭৭১ টাকা অতিরিক্ত ফি দিতে হয়েছে। এছাড়া সরকারি স্কুলে ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত সরকার নির্ধারিত বেতনের চেয়ে যথাক্রমে বেশি নিচ্ছে ৭৪, ৯, ৮২, ১৭ ও ৮৯ টাকা। কোচিং ফির নামে আনুষ্ঠানিকভাবে দশম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে সরকারি স্কুলে ৫৫০ টাকা ও বেসরকারি স্কুলে ৪৭১ টাকা নেয়া হচ্ছে। একটা বড় অঙ্কের টাকা 'অন্যান্য' খাত দেখিয়ে নেয়া হচ্ছে। শ্রেণী ভেদে সরকারি স্কুলে এ অন্যান্য খাতে চাদা দিতে হচ্ছে গড়ে ৩০৩ টাকা থেকে ৪২২ টাকা, বেসরকারি স্কুলে গড়ে ১৬৮ টাকা থেকে ২৪৮ টাকা। উপবৃত্তির আওতায় আসতে জনপ্রতি গড়ে ১৮ টাকা চাদা বা ঘুষ দিতে হয়েছে। এছাড়া অধিকাংশ স্কুলের ল্যাবরেটরি ও লাইব্রেরি মানসম্মত নয় বলে রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়।

২০০৬ সালের ফেব্রুয়ারি-এপ্রিল পর্যন্ত মাঠ পর্যায়ে এ জরিপ কাজ পরিচালিত হয়। জরিপে কিশোরগঞ্জ শহর এলাকার নয়টি ওয়ার্ডের ৪৩টি মহল্লা থেকে ২০টি এবং পল্লী এলাকার ১১টি ইউনিয়নের ২০২টি গ্রাম থেকে ৩০টি স্কুল বেছে নেয়া হয়। এরপর নির্বাচিত প্রতিটি গ্রাম ও মহল্লা থেকে ১০০টি খানার তালিকা করে এ জরিপ কাজ চালানো হয়।

মতবিনিময় সভায় সনাকের সদস্য প্রফেসর এম এ গনির সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন টিআইবির গবেষণা কর্মকর্তা মুজতবা মাহবুব মুর্শেদ, প্রোগ্রাম অফিসার করুনা কিশোর চক্রবর্তী, মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসের সহকারী পরিদর্শক মোঃ আসাদুজ্জামান, সনাক সদস্য হাবিবুর রহমান, অ্যাডভোকেট মায়া ভৌমিক, নাজমুন নাহার মণী, সাংবাদিক সাইফউদ্দিন আহমেদ লেনিন প্রমুখ।